প্রথম আলো

তারিখ 15 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অবিলম্বে অচলাবস্থার অবসান হোক

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে চার মাস ধরে অচলাবস্থা চললেও কারও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। গত ২ নভেম্বর থেকে সেখানে শিক্ষকদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা হতে পারেনি, যা হওয়ার কথা ছিল ৪, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর। সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের ব্যানারে শিক্ষকদের একাংশ ধর্মঘট পালন করেই ক্ষান্ত হননি, বিভিন্ন ভবনের চাবি হাতিয়ে নিয়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসহ সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি কেবল অনৈতিক নয়, বেআইনিও। শিক্ষকেরা প্রথমে পদোন্নতি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে আন্দোলনে নামলেও এখন উপাচার্যের পদত্যাগ চাইছেন।

উল্লেখ্য, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের উপাচার্যও আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে দুই আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সে সময়ে শিক্ষকেরা আন্দোলন করেছিলেন উপাচার্যের অন্যায় কাজের প্রতিবাদে। এখন তাঁরাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাঁরা সাবেক উপাচার্যের সব কাজকে 'অনুমোদন' দিয়েছিলেন।

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, উপাচার্য এ কে এম নূরুন্নবী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও তাঁরা রাজি হননি। এ ব্যাপারে স্থানীয় সাংসদ আশিকুর রহমানের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছে শিক্ষকদের একগুঁয়েমির কারণে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিংবা উপাচার্যের সঙ্গে কোনো বিষয়ে শিক্ষকদের বিরোধ থাকলে সেটি আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। তাঁরা দাবি আদায়ের উপায় হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ কিংবা শত শত শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন জিম্মি করতে পারেন না।

এ ব্যাপারে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হস্তক্ষেপ কামনা করছি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক, যাদের কাজ হবে অচলাবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

তবে সবার আগে জরুরি হলো অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-প্রক্রিয়া শুরু এবং শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। আশা করি, দেরিতে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ঘুম ভাঙবে।